র‍্যাবের হাতে নিহত ব্যক্তির তালিকা

(৩০ এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত)

র‍্যাবের হাতে নিহত ব্যক্তির তালিকা
(৩০ এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	সূত্র	নাম, বয়স, পেশা ও ঠিকানা	গ্রেফতারের তারিখ, সময় ও স্থান	মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	বর্ণনা	এ বিষয়ে অন্যান্য পদক্ষেপ
১	ইনকিলাব ২৮ জুন ২০০৪	দেবাশীষ দাস (৩০) (কারওয়ান বাজারে 'দোলা ফিশ' নামে মাছের আড়তে কাজ করতো, পিচ্চি হান্নানের সহযোগী) পিতা- ব্রজেন কুমার দাশ বাড়ি নং ক-৩৯, মহাখালী (যুগান্তর, ২৮/৬/০৪)	২৪ জুন ২০০৪ উত্তরা, ঢাকা	২৬ জুন ২০০৪ রাত ১২টা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	*র‍্যাবের ভাষ্য:* পিচ্চি হান্নানকে র‍্যাব গ্রেফতার করতে গেলে হান্নানের দলের লোকদের সাথে র‍্যাবের গুলিবিনিময়ের সময় ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন দেবাশীষ। *পরিবারের অভিযোগ:* জিজ্ঞাসাবাদের সময় র‍্যাব সদস্যরা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে (ভোরের কাগজ, ২৭/০৬/০৪)।	
২	যুগান্তর ২৮ জুন ২০০৪	ইকবাল হোসেন ওরফে নিটল বাবু (৩২) (গণপূর্ত বিভাগের ঠিকাদার, পিচ্চি হান্নানের সহযোগী) বাড়ি নং-এইচ-৩৬, রোড নং ৩, রাইয়ান খোলা, মহাখালী	২৪ জুন ২০০৪ (গ্রেফতার ছাড়াই গুলিবিদ্ধ)	২৭ জুন ২০০৪ ট্রাক স্ট্যান্ডের পাশে (লাশ উদ্ধার), তেজগাঁও, ঢাকা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* ২৪ জুন পিচ্চি হান্নানকে র‍্যাবের গ্রেফতার চেষ্টাকালে গুলিবিনিময়ে আহত হন নিটল। ২ দিন পর তার লাশ উদ্ধার হয়। *পরিবারের অভিযোগ:* র‍্যাবের নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে।	
৩	প্রথম আলো, সংবাদ ১০ জুলাই ২০০৪	শাজাহান মিয়া (২০) (জুতার দোকানের বিক্রয়কর্মী) ৮০/৭, জহুরি মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	৭ জুলাই ২০০৪ দুপুর, পান্থপথ, ঢাকা	৯ জুলাই ২০০৪ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	*পুলিশের ভাষ্য:* তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধার হওয়ার পর তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং মারা যান। *পরিবারের অভিযোগ:* র‍্যাবের নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে। হাত-পায়ে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল। **এ ঘটনায় আসক-এর বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন দেখুন ১৬ পৃষ্ঠায়।*	ধানমণ্ডি থানায় শাজাহান মিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলা (নং ১৩, তাং ০৭/০৭/০৪) দায়ের হয়েছে।
৪	ভোরের কাগজ ১১ জুলাই ২০০৪	মনিরুল ইসলাম মিনার (৩০) (র‍্যাবের দাবি– 'সন্ত্রাসী')	৯ জুলাই ২০০৪ গভীর রাত, চরকুঠিপাড়া, কুষ্টিয়া	১০ জুলাই ২০০৪ দুপুর, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া	র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার ৩ জন 'সন্ত্রাসী'র মধ্যে ১ জন অসুস্থ বোধ করলে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। *র‍্যাবের ভাষ্য:* হেরোইনে আসক্ত মিনারের মৃত্যু হয়েছে 'হার্ট এটাকে'।	
৫	ভোরের কাগজ, প্রথম আলো ১৩ জুলাই ২০০৪ সংবাদ ১৪ জুলাই ২০০৪	মোহাম্মদ আলী (৬৫) (দলিল লেখক) জাফরাবাদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা		১২ জুলাই ২০০৪ বিকেল ৫টা (গ্রেফতার ছাড়া), জাফরাবাদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	একজন পুলিশ কনস্টেবল খুন এবং অপর ২ জন আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায় র‍্যাব-৪ ও পুলিশ। এক পর্যায়ে র‍্যাব-৪-এর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের বাহিনী বৃদ্ধ মোহাম্মদ আলীর বাসায় ঢুকে গিয়ে সেখান থেকে টেনে বের করে প্রকাশ্যে গুলি করে তাকে হত্যা করে। সেখানে অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তার মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদপুর থানার ওসি সাইফুর রহমান বাবুল এবং ঢাকা পশ্চিমের উপ-পুলিশ কমিশনার মাজহারুল হক। *স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ:* জমির সীমানা নিয়ে রিকশা গ্যারেজ মালিক জনৈক হোসেনের সঙ্গে মোহাম্মদ আলীর বিরোধের জের ধরে হোসেনের লোকজনই র‍্যাবকে জানিয়েছিল– মোহাম্মদ আলীর বাসায় কয়েকজন 'সন্ত্রাসী' লুকিয়ে আছে। **এ ঘটনায় আসক-এর বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন দেখুন ১৭ পৃষ্ঠায়।*	পুলিশ বাদি হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধেই দু'টি মামলা দায়ের করেছে: একটি অস্ত্র মামলা (অস্ত্র আইনে) এবং আর একটি হত্যা মামলা (নং ৫১, তাং ১২/০৭/০৪, ধারা ১৪৮/৩৩২/৩৩৩/৩২৬/৩০৭/৩০২, দণ্ডবিধি)।
৬	ভোরের কাগজ ১৭ জুলাই ২০০৪	সুমন আহম্মদ মজুমদার (২৫) (আ'লীগ কর্মী) পিতা- মনির আহম্মদ মজুমদার আমতলী, মরকুন, টঙ্গী	১৫ জুলাই ২০০৪ টঙ্গী, গাজীপুর	১৫ জুলাই ২০০৪ রাত ১টা - ২টা টঙ্গী, গাজীপুর	*সুমনের বোনদের অভিযোগ:* র‍্যাব-১ সুমনকে ধরে তাদের অফিসে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালায়, ড্রিল মেশিন দিয়ে পা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গুরুতর আহত করে। আহত অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় তিনি কয়েক ঘণ্টা টঙ্গী থানা হাজতে ছিলেন (উল্লেখ্য, সুমন মজুমদার আ'লীগ এমপি আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী ছিলেন)। **এ ঘটনায় আসক-এর বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়।*	অপমৃত্যু মামলা দায়ের হয় (সংবাদ, ১৭/০৭/০৪)। পরে ময়নাতদন্ত রিপোর্টে আঘাতজনিত কারণে মৃত্যুর উল্লেখ হওয়ায় ৬ র‍্যাব সদস্যকে আসামি করে মামলাটিকে হত্যা মামলায় রূপান্তরিত করেন সেটির তদন্ত কর্মকর্তা (ভোরের কাগজ, ২১/০৭/০৪)।
৭	ডেইলি স্টার, যুগান্তর ২১ জুলাই ২০০৪ দিনকাল ২৪ জুলাই ২০০৪	জুম্মন খান (২৬) (র‍্যাবের দাবি– 'সন্ত্রাসী') পিতা- আবদুস সোবহান	৯ জুলাই ২০০৪ চরকুঠিপাড়া, কুষ্টিয়া	১৩ জুলাই ২০০৪ রাত ১টা ৩৭, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া	র‍্যাব ৩ জনকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ৩ জনই অসুস্থ হয়ে পড়লে পুলিশ হেফাজতে তাদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৩ দিন পর জুম্মন মারা যান।	
৮	জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ ৩০ জুলাই ২০০৪	আনোয়ারুল ইসলাম ওরফে কানকাটা রঞ্জু (৪০) (বিএনপি নেতা)	২৮ জুলাই ২০০৪ সকাল, কেচোয়া, সদর উপজেলা, কুষ্টিয়া	২৮ জুলাই ২০০৪ রাত পৌনে ৯টা, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া	নিজ বাড়ি থেকে র‍্যাবের সদস্যরা তাকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে ১টি পয়েন্ট ২২ বোর রাইফেল ও ২টি পিস্তল উদ্ধার হয়। *র‍্যাবের ভাষ্য:* রঞ্জুর মাদকাসক্তি ছিল (মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি)। *পরিবারের অভিযোগ:* র‍্যাবের নির্যাতনে রঞ্জুর মৃত্যু হয়েছে।	

ক্রমিক নং	সূত্র	নাম, বয়স, পেশা ও ঠিকানা	গ্রেফতারের তারিখ, সময় ও স্থান	মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	বর্ণনা	এ বিষয়ে অন্যান্য পদক্ষেপ
৯	প্রথম আলো ৭ আগস্ট ২০০৪	পিচ্চি হান্নান (অতীতে ফুটপাতের হকার ছিলেন, 'সন্ত্রাসী' হিসেবে পরিচিত) ঢাকা	৪ আগস্ট ২০০৪ ইনসাফ হাসপাতাল, শ্রীপুর, সাভার	৫ আগস্ট ২০০৪ গভীর রাত, বেরুন দিয়াখালী, সাভার	২৪ জুন ২০০৫ উত্তরায় র‍্যাবের অভিযানে গুলিবিদ্ধ হয়ে পালিয়ে গিয়ে ইনসাফ হাসপাতালে ভর্তি হন হান্নান। সেখান থেকে গ্রেফতার করে ৫ আগস্ট র‍্যাব-১ তাকে নিয়ে সাভারে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে যায়। *র‍্যাবের ভাষ্য:* অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলাকালে 'ক্রসফায়ারে' তার মৃত্যু হয়। *স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ:* বন্দুকযুদ্ধের কোনো আলামত তারা দেখেননি, এবং প্রত্যক্ষদর্শী নাসের ও আবু সাঈদের কাছ থেকে জোর করে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে গেছেন র‍্যাব সদস্যরা।	সাভার থানায় ২টি মামলা হয়েছে।
১০	প্রথম আলো, সংবাদ ৭ আগস্ট ২০০৪	শাহনেওয়াজ (২৫) (কেতুয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক) পিতা- আবদুল লতিফ মাস্টার গ্রাম: মান্দারী, সদর থানা, চাঁদপুর	৪ আগস্ট ২০০৪ দুপুর ২টা, মৌলানা হোটেল, ১৬৮১ হালিশহর রোড, পাঠানটুলী, ডাবলমুরিং, চট্টগ্রাম	৬ আগস্ট ২০০৪ দুপুর, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	র‍্যাব অন্য ২ জনের (জিয়াউল আলম দিপু ও মনির হোসেন) সাথে তাকে গ্রেফতার করে বৈদ্যুতিক শক ও অন্যান্য নির্যাতন চালায়। *ময়না তদন্ত রিপোর্ট:* বুকে এবং হাতে-পায়ে আঘাত ও পোড়ার চিহ্ন ছিল। *ভাইয়ের অভিযোগ:* র‍্যাব শাহনেওয়াজকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করে, তারপর তার মৃত্যু হয়। **এ ঘটনায় আসক-এর বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন দেখুন ২০ পৃষ্ঠায়।*	▪ র‍্যাব-৭ (পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম) সদস্য মো. ইসহাক (নৌবাহিনী) ডাবলমুরিং থানায় অস্ত্র আইনের ১৯(চ) ধারায় একটি মামলা (নং ৬, তাং ০৫/০৮/০৪) দায়ের করেছেন। ▪ মৃত্যুর পর একটি অপমৃত্যু মামলা (নং ২১, তাং ০৬/০৮/০৪) দায়ের হয়েছে।
১১	ভোরের কাগজ ২৪ আগস্ট ২০০৪	বাবু মোল্লা (২৬) (চরমপন্থী নেতা) পিতা- অসিকর মোল্লা গাজলা, মোল্লাহাট, বাগেরহাট	২১ আগস্ট ২০০৪ ঢাকা	২২ আগস্ট ২০০৪ গভীর রাত কেন্দুয়া বিল, মোল্লাহাট, বাগেরহাট (র‍্যাব ও পুলিশের 'ক্রসফায়ার')	র‍্যাব ও পুলিশের হাতে গ্রেফতারের পর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী র‍্যাব ও পুলিশ সর্বহারা অধ্যুষিত মোল্লাহাটের কেন্দ্রীয় বিলে অভিযান চালায়। *র‍্যাবের ভাষ্য:* সেখানে 'ক্রসফায়ারে' মারা যান বাবু।	
১২	ভোরের কাগজ ২৯ আগস্ট ২০০৪	ঈমান সরদার ওরফে হাসান আলী (২৬) (জনযুদ্ধের নেতা) পিতা- আবদুর রাজ্জাক সরদার বর্ণি, রামপাল, বাগেরহাট	২৭ আগস্ট ২০০৪ পাচলা, দৌলতপুর, খুলনা	২৮ আগস্ট ২০০৪ রাত পৌনে ৩টা, প্রসাদনগর, রামপাল, বাগেরহাট (র‍্যাব ও পুলিশের 'ক্রসফায়ার')	*পুলিশের ভাষ্য:* র‍্যাব কর্তৃক গ্রেফতারের পর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাকে নিয়ে প্রসাদনগরে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে যায় পুলিশ। সেখানে চরমপন্থীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে পুলিশও পাল্টা গুলি করে। 'ক্রসফায়ারে' ঈমান মারা যান। *পরিবারের অভিযোগ:* ঈমানের মাথায় খুব কাছে থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে (যুগান্তর, ৩১/০৮/০৪)।	
১৩	ইত্তেফাক ৩১ আগস্ট ২০০৪	শেখ আসাদুজ্জামান লিটু (৪৫) (সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার) (সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যাসহ ২০ মামলার আসামি) হাজীবাড়ি, খুলনা	২৯ আগস্ট ২০০৪ সোনাডাঙ্গা, খুলনা	২৯ আগস্ট ২০০৪ রাত পৌনে ৩টা, সোনাডাঙ্গা, খুলনা (র‍্যাব ও পুলিশের 'ক্রসফায়ার')	স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সোনাডাঙ্গা বাইপাস রোড এলাকায়। *র‍্যাবের ভাষ্য:* সেখানে আগে থেকে ওত পেতে থাকা 'সন্ত্রাসী'রা লিটুকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ও র‍্যাবের সাথে 'সন্ত্রাসী'দের গোলাগুলি হয়। 'ক্রসফায়ারে' লিটু আহত হওয়ায় দ্রুত খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।	
১৪	জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪	**১.** সোবহান (৩৫) (অস্ত্র ব্যবসায়ী) **২.** মাইশা বেগম মায়া (৫) পিতা- মজিবুর রহমান ১৩৮/৮ মাদারটেক, ঢাকা		২ সেপ্টেম্বর ২০০৪ বিকেল সাড়ে ৪টা, বাগানবাড়ি, সবুজবাগ, ঢাকা	র‍্যাব-২ সদস্যরা ক্রেতা সেজে অস্ত্র কিনতে সবুজবাগের পাটোয়ারী বিল্ডিংয়ের পঞ্চম তলার চিলেকোঠায় যান। অস্ত্র দেখাতে দেখাতে সোবহানের অনুমান হয় যে ক্রেতারা র‍্যাব সদস্য। সোবহান পালানোর উদ্দেশ্যে দৌড় দিলে র‍্যাব গুলি করে। *র‍্যাবের দাবি–* তখন সোবহানও পাল্টা গুলি করে। র‍্যাবের গুলিতে সোবহানের মৃত্যু হয়। এই গোলাগুলির সময় ক্রসফায়ারে মারা যায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শিশু মাইশা।	
১৫	সংবাদ, প্রথম আলো ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪	মোল্লা শামীম (৩০) (র‍্যাবের দাবি– 'সন্ত্রাসী', পিচ্চি হান্নানের সহযোগী) পিতা- আ. রহমান ভূঁইয়া ৯৫/৫ দক্ষিণ মহাখালী, গুলশান, ঢাকা	৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সন্ধ্যা ৭টা, সাততলা বস্তি, মহাখালী, ঢাকা	৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪ রাত ১টা, সাততলা বস্তি, মহাখালী, ঢাকা	র‍্যাব-১ সদস্যরা সেদিন ৫ অভিযুক্ত 'সন্ত্রাসী'কে গ্রেফতার করেন এবং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করেন। গভীর রাতে তাদেরকে নিয়ে র‍্যাব সদস্যরা সাততলা বস্তিতে যান। *র‍্যাব প্রেস রিলিজের ভাষ্য:* তখন র‍্যাবের সঙ্গে গ্রেফতারকৃতদের বাহিনীর গোলাগুলি হলে 'ক্রসফায়ারে' একজন অভিযুক্ত সন্ত্রাসীর মৃত্যু হয়।	
১৬	যুগান্তর, প্রথম আলো ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪	বিল্লাল হোসেন বিল্লাহ (২৫) (অস্ত্র ব্যবসায়ী, র‍্যাবের দাবি– 'সন্ত্রাসী') পিতা- মৃত পীর বখস ফেরি নারায়ণপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ		৮ সেপ্টেম্বর ২০০৪ গভীর রাত, ফ্রেন্ডস রেস্টুরেন্টের পেছনে, শেরে বাংলা রোড, রায়েরবাজার, ঢাকা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* লেফটেন্যান্ট আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে র‍্যাব-২-এর এক অভিযানে বিল্লাল গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। র‍্যাব সদস্যরাও পাল্টা গুলি ছুঁড়লে বিল্লাল গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।	
১৭	প্রথম আলো, ইনকিলাব, নিউ এইজ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৪	**১.** আহমেদুল হক চৌধুরী ওরফে আহমদ্যা (৩২) (ইউপি চেয়ারম্যান) এওচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম **২.** মিনহাজ (৫০) (আহমদ্যার সহযোগী) পিতা- মৃত আরমান আলী ছিটুড়াপাড়া, ঢেমলা ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম (যুগান্তর, ১২/০৯/০৪)	১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ দুপুর, এওচিয়া ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, দেওদীঘির পার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ রাত ১১টা, এওচিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	অস্ত্র উদ্ধারের জন্য র‍্যাব সদস্যরা তাদেরকে এওচিয়া এলাকায় নিয়ে যান। *র‍্যাবের ভাষ্য:* সেখানে দুইপক্ষের বন্দুকযুদ্ধে 'ক্রসফায়ারে' ঘটনাস্থলে দু'জনের মৃত্যু হয়। **আহমদ্যা হত্যার ঘটনায় আসক-এর বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন দেখুন ২১ পৃষ্ঠায়।*	

ক্রমিক নং	সূত্র	নাম, বয়স, পেশা ও ঠিকানা	গ্রেফতারের তারিখ, সময় ও স্থান	মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	বর্ণনা	এ বিষয়ে অন্যান্য পদক্ষেপ
১৮	প্রথম আলো, জনকণ্ঠ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪	জিন্নাহ (৩২) (পুরান ঢাকার স্থানীয় ছাত্রদল নেতা) ৮/১ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা	১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সন্ধ্যা, চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, রোড নং ২৭, ধানমণ্ডি, ঢাকা	১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ রাত ১২টা, মগবাজার, ঢাকা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* গ্রেফতারের পর জিন্নাহ তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকার কথা স্বীকার করলে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাব-২ তাকে নিয়ে তার বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি। আরও কয়েক জায়গায় অস্ত্র অনুসন্ধান শেষে ফেরার পথে মগবাজারে জিন্নাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। *মায়ের অভিযোগ:* অস্ত্র উদ্ধারের নামে র‍্যাবের মধ্যযুগীয় নির্যাতনে তার মৃত্যু হয়েছে।	ধানমণ্ডি থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে।
১৯	সংবাদ, ইত্তেফাক ২ অক্টোবর ২০০৪	**১.** জানে আলম (৩৫) **২.** আবদুস শুক্কুর (২৫) **৩.** শহীদ (২৭) **৪.** আবদুল কাদের (২৪) **৫.** রুম্মন ওরফে রুমন (১৯) **৬.** চৌকিদার মিলন দত্ত (৪০) **৭.** অনিল দাস (৩০) (রিক্শাচালক) **৮.** বাপন ওরফে খেলান্না (৩৫) (মিলনের ভাই) **৯.** সেলিম (২০) **১০.** মুন্না ওরফে মুন্নাইয়্যা (২২) রাউজান, চট্টগ্রাম		৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ ভোর ৪টা - সকাল ১০টা, কলমপতি, ডাবুয়া, রাউজান, চট্টগ্রাম	*র‍্যাবের ভাষ্য:* র‍্যাব ও স্থানীয় সশস্ত্র ক্যাডারদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ‘দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী’ জানে আলমসহ ১০ জনের মৃত্যু হয়।	র‍্যাব বাদি হয়ে রাউজান থানায় ২টি মামলা করেছে– একটি অস্ত্র সংরক্ষণের এবং অন্যটি গুলি বিনিময়ের জন্য।
২০	প্রথম আলো ৫ অক্টোবর ২০০৪	আনিছুর রহমান আনিছ (২৭) (সাবেক ছাত্রদল নেতা) ১১৭/এ সুলতানগঞ্জ, রায়ের বাজার, ঢাকা	৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ রাত, ছাতি মসজিদের সামনে, রায়ের বাজার, ঢাকা	৪ অক্টোবর ২০০৪ রাত, মেডিসিন ওয়ার্ড, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	*র‍্যাবের ভাষ্য:* আনিছ, জাহাঙ্গীর ও সাগর - এই ৩ জনকে গ্রেফতার করা হলে আনিছ তার কাছে অস্ত্র থাকার কথা স্বীকার করেন। সেই অস্ত্র উদ্ধারের জন্য র‍্যাব সদস্যরা আনিছকে নিয়ে মোহাম্মদপুর বসিলা এলাকায় যান। সেখানে র‍্যাব সদস্যদের কিল-ঘুষি মেরে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে আনিছ আহত হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে কয়েকদিন পর আনিছের মৃত্যু হয় (গ্রেফতারকৃত জাহাঙ্গীর ও সাগরকে র‍্যাব মোহাম্মদপুর থানায় সোপর্দ করে)। *পরিবারের অভিযোগ:* র‍্যাব সদস্যদের নির্যাতনে আনিছের মৃত্যু হয়েছে। **এ ঘটনায় আসক-এর বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন দেখুন ২২ পৃষ্ঠায়।*	
২১	ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ ৫ অক্টোবর ২০০৪	শেখ লিটন (৩৫) (ইউপি চেয়ারম্যান, যুবদল সভাপতি)	৩ অক্টোবর ২০০৪ রাত আড়াইটার দিকে, বাগেরহাট শহরস্থ বাড়ি	৩ অক্টোবর ২০০৪ রাত ৪টার দিকে, মণিকা সিনেমা হলের পাশে, লিঙ্ক রোড, বাগেরহাট	র‍্যাব লিটনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধারের দেড় ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি থেকে পৌনে এক কিলোমিটার দূরে রাস্তা থেকে পুলিশ লিটনের লাশ উদ্ধার করে। *পরিবারের অভিযোগ:* র‍্যাব সদস্যরা তাকে ধরে তাদের সাথে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে।	▪ ৩ সদস্যবিশিষ্ট মেডিকেল টিম গঠন। *ময়নাতদন্ত–* বুক, পিঠ, গলা ও হাতে অসংখ্য থেঁতলানো জখম; বাঁ হাটু ও মাথার খুলি ভাঙা। প্রহারের কারণে মৃত্যু বলে ধারণা (প্রথম আলো, ০৫/১০/০৪)। ▪ র‍্যাবের বিরুদ্ধে বাগেরহাট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে লিটনের মা মালেকা বেগমের মামলা দায়ের (দণ্ডবিধি, ধারা ৩০২/৩৪ ও ৩৮০) (জনকণ্ঠ, ২৮/১০/০৪; ইনকিলাব, ২৯/১০/০৪)। পুলিশের দায়ের করা আগের মামলা তদন্তাধীন থাকায় র‍্যাবের বিরুদ্ধে নতুন মামলাটি আগেরটির তদন্ত বিঘ্নিত করবে বলে বাদির আবেদনে মামলা প্রত্যাহার। এক্ষেত্রে অভিযোগ আছে, উক্ত আবেদন দাখিলের আগের দিন সদর থানার ওসি মো. ফরিদ আহমেদ নিহত লিটনের বাড়িতে গিয়ে মামলা প্রত্যাহারের জন্য মা-সহ পরিবারের সদস্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন (প্রথম আলো, ৩১/১০/০৪)।
২২	ভোরের কাগজ ১৯ অক্টোবর ২০০৪	নবী হোসেন (২৮) (র‍্যাবের দাবি– ‘সন্ত্রাসী’)		১৮ অক্টোবর ২০০৪ ভোর রাত, ধলঘাটা, মহেশখালী, কক্সবাজার	*র‍্যাবের ভাষ্য:* র‍্যাব ও ‘সন্ত্রাসী’দের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে নবী হোসেন ‘ক্রসফায়ারে’ নিহত হন।	র‍্যাব বাদি হয়ে মামলা করেছে (সংবাদ, ১৯/১০/০৪)।
২৩	ভোরের কাগজ, প্রথম আলো ২৫ অক্টোবর ২০০৪	সোহাগ মোড়ল (৩০) (র‍্যাবের দাবি– ‘সন্ত্রাসী’)	২২ অক্টোবর ২০০৪ রাত সাড়ে ৩টা, পূর্ব বানিয়া খামার, খুলনা	২৩ অক্টোবর ২০০৪ রাত সাড়ে ৯টা, লবণচরা, খুলনা	*র‍্যাবের ভাষ্য* (র‍্যাব খুলনা আঞ্চলিক ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লে. ক. এমদাদুল হক): গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সারাদিন তাকে র‍্যাবের কার্যালয়ে রাখা হয়। পরদিন অস্ত্র উদ্ধারের জন্য লবণচরা এলাকায় অভিযানে গেলে সোহাগের সহযোগীরা তাকে র‍্যাবের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টার এক পর্যায়ে র‍্যাব সদস্যদের ওপর গুলি শুরু করে। র‍্যাব পাল্টা গুলি চালালে পালানোর চেষ্টারত সোহাগের পেটে ও হাতে গুলি লাগে। সদর থানা পুলিশ খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তার মৃত বলে ঘোষণা করেন। *পরিবারের অভিযোগ:* সোহাগকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।	

ক্রমিক নং	সূত্র	নাম, বয়স, পেশা ও ঠিকানা	গ্রেফতারের তারিখ, সময় ও স্থান	মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	বর্ণনা	এ বিষয়ে অন্যান্য পদক্ষেপ
২৪	প্রথম আলো ২৬ অক্টোবর ২০০৪	মাহবুব আলম মেহেদী (সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার এবং বরিশাল মহানগর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক)	২৫ অক্টোবর ২০০৪ আলেকান্দা, বরিশাল	২৫ অক্টোবর ২০০৪ রাত ১০টা, আলেকান্দা, বরিশাল	*র‍্যাবের ভাষ্য:* র‍্যাব আলেকান্দা এলাকায় অভিযানে গিয়ে কমিশনারের বাড়ি ঘিরে ফেললে বাড়ির ভেতর থেকে র‍্যাবকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। র‍্যাব সদস্যরাও পাল্টা গুলি ছোঁড়েন। এক পর্যায়ে কমিশনারকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আটক করে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয়নি। পরে র‍্যাব কর্তৃপক্ষ তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। *পরিবারের অভিযোগ:* তাকে হত্যা করা হয়েছে (ইনকিলাব, ২৭/১০/০৪)।	মেহেদীর বোন আসমা আক্তার বাদি হয়ে থানায় ক্যাপ্টেনসহ ১৫ জন র‍্যাব সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন (প্রথম আলো, ০৬/১২/০৪)।
২৫	প্রথম আলো ২৬ অক্টোবর ২০০৪	**১.** নাজিউর রহমান নাইজ্যা **২.** ফারুক ওরফে ফালাইন্যা (২৭) **৩.** সেকান্দার আলী সেকা (২৯) **৪.** শাহাবুদ্দিন (৪২) (র‍্যাবের দাবি– এদের প্রত্যেকেই সন্ত্রাসী)	**১.** ২৪ অক্টোবর ২০০৪, রাত ১টা, ভোলতা, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক **২.** ও **৩.** ২৫ অক্টোবর ২০০৪, সকাল সাড়ে ৭টা, ৮ নং লেন, খিলগাঁও, ঢাকা (**৪.** গ্রেফতার ছাড়া)	**১. ২.** ও **৩.** ২৫ অক্টোবর ২০০৪ বাউনিয়া বাঁধ, পল্লবী, ঢাকা **৪.** ২৫ অক্টোবর ২০০৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* র‍্যাব-৪ খিলগাঁও এবং কেরানীগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে নাইজ্যা এবং তার ৩ সহযোগী মিরাজ, ফালাইন্যা ও সেকাকে গ্রেফতার করে। তাদের বাহিনীর সঙ্গে র‍্যাবের গুলিবিনিময় হলে 'ক্রসফায়ারে' নাইজ্যা, ফালাইন্যা ও সেকার মৃত্যু হয়। শাহাবুদ্দিনকে ধরতে কারওয়ান বাজারে র‍্যাব-১ ও র‍্যাব-৪-এর যৌথ অভিযানকালে 'ক্রসফায়ারে' শাহাবুদ্দিন মারা যান। *শাহাবুদ্দিনের পরিবারের অভিযোগ:* শাহাবুদ্দিনকে টার্গেট করেই হত্যা করেছে র‍্যাব (সংবাদ, ২৭/১০/০৪)। *সাংবাদিকদের সরেজমিন তদন্ত:* ঢাকা ভেড়িবাঁধের ঢালে নিয়ে ৩ জন গ্রেফতারকৃতের (ফালাইন্যা, নাইজ্যা, সেকা) চোখ ও হাত বেঁধে গুলি করেন র‍্যাব সদস্যরা। গুলি করার আগে সেখানকার মাছের ঘেরের দারোয়ানদের সরিয়ে দেয়া হয় (সংবাদ, ২৭/১০/০৪)।	
২৬	সংবাদ ২৭ অক্টোবর ২০০৪	আবুল কালাম আজাদ (৪৫) (মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক)	১৮ অক্টোবর ২০০৪ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, রংপুর	২৫ অক্টোবর ২০০৪ গভীর রাত, হারাগাছা রেল ক্রসিং, রংপুর	*র‍্যাবের ভাষ্য:* আজাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাব সদস্যরা রংপুর হারাগাছা রেলক্রসিং এলাকায় গেলে র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে আজাদের সহযোগীরা গুলি ছোঁড়ে। র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। 'ক্রসফায়ারে' আজাদ গুলিবিদ্ধ হন। হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। *পরিবারের অভিযোগ:* আওয়ামী রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার কারণে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।	
২৭	প্রথম আলো ১ নভেম্বর ২০০৪	রেজাউল করিম ফকু (২৭) (সর্বহারা পার্টির সদস্য)	৩১ অক্টোবর ২০০৪ সকাল ১০টা, বামুরা বাজার, উজিরপুর, বরিশাল	৩১ অক্টোবর ২০০৪ সকাল, দত্তেশ্বর, শেলেক, উজিরপুর, বরিশাল	ফকু ও তার ৩ সহযোগী লিটন, নাছির ও মনসুর রিক্শা-ভ্যানযোগে যাওয়ার সময় র‍্যাবের সামনে পড়ে যান। র‍্যাবের ধাওয়ায় অন্য ২ জন পালিয়ে গেলেও ১ সহযোগীসহ ফকু গ্রেফতার হন। পরে আটককৃতদের নিয়ে র‍্যাব অস্ত্র উদ্ধারে গেলে 'ক্রসফায়ারে' ফকুর মৃত্যু হয়।	
২৮	সংবাদ ৩ নভেম্বর ২০০৪	শফিকুল ইসলাম (২৭) (যুবলীগ কর্মী)	১ নভেম্বর ২০০৪ ভোরবেলা, আদমজী, আইলপাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	২ নভেম্বর ২০০৪ সাতঘোড়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরির কাছে, আইলপাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	*র‍্যাবের ভাষ্য:* স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে র‍্যাব-৩ সদস্যরা শফিকুলকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে যান। সেখানে শফিকুলের সহযোগীরা গুলি ছুঁড়লে র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। এক পর্যায়ে শফিকুল পালানোর চেষ্টা করলে 'ক্রসফায়ারে' মারা যান। *পরিবারের অভিযোগ:* র‍্যাবের দাবিকৃত ২ লক্ষ টাকা না দেয়ায় শফিকুলকে মেরে ফেলা হয়েছে। মা বলেন– শফিকুলকে নেয়ার সময় র‍্যাব তার পায়ে গুলি করে। গুলি খেয়ে তিনি গাড়িতে উঠতে পারছিলেন না। তিন র‍্যাব সদস্য মিলে তাকে ভ্যানে ছুঁড়ে মারেন (তাই, মা বিশ্বাস করেন না যে এরকম শরীরিক অবস্থায় কেউ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে)।	প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ার হোসেন লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করেন। থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়– তার মাথায় ও দুই পায়ে গুলির ক্ষত ছিল।
২৯	ইত্তেফাক, সংবাদ ৪ নভেম্বর ২০০৪	টোকাই মিজান (ক্যান্টিন বয় থেকে অভিযুক্ত 'টেরর কিং')	২ নভেম্বর ২০০৪ বিকেল, কাজী অফিস লেন, রমনা, ঢাকা	২ নভেম্বর ২০০৪ গভীর রাত, ভেড়িবাঁধ, কামরাঙ্গিরচর, ঢাকা	গ্রেফতারের ১০ ঘণ্টা পর র‍্যাব-২-এর সাথে 'ক্রসফায়ারে' মিজানের মৃত্যু হয়।	কামরাঙ্গিরচর থানায় মামলা হয়েছে।
৩০	সংবাদ ৫ নভেম্বর ২০০৪	মফিজুর রহমান ওরফে মফিজ ওরফে নাসিম (৩৪) (পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির মাওবাদী গ্রুপের প্রধান)		৩ নভেম্বর ২০০৪ রাত পৌনে ৩টা, নন্দনপুর স্লুইস গেট, রূপসা, খুলনা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* গোপন খবরের ভিত্তিতে র‍্যাবের ২টি এবং পুলিশের ১টি দল অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালানোর সময় 'সন্ত্রাসী'রা গুলি শুরু করে। র‍্যাব ও পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে মফিজ 'ক্রসফায়ারে' গুলিবিদ্ধ হন। হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।	
৩১	যুগান্তর, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ ৯ নভেম্বর ২০০৪	আবদুল জব্বার (৩৮) (প্রভাবশালী এমপি'র ক্যাডার)	৭ নভেম্বর ২০০৪ সন্ধ্যা, পলাশী, ঢাকা	৭ নভেম্বর ২০০৪ রাত আড়াইটা, শহীদনগর ভেড়িবাঁধ, লালবাগ, ঢাকা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* জব্বারের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন আনিসের নেতৃত্বে র‍্যাব-২ অস্ত্র উদ্ধার ও তার সহযোগীদের গ্রেফতারের জন্য অভিযানে নামে। জব্বারের সহযোগীরা গুলি চালায়। পালানোর চেষ্টাকালে জব্বার সহযোগীদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। *স্ত্রী জানান:* র‍্যাব সদস্যরা জব্বারকে মোবাইল ফোনে বলেন তাদের কাছে যেতে। জব্বার তার দোকানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলে তারা আবার কল করেন মোবাইলে। ফোন বেজে উঠলে শনাক্ত করতে পেরে তারা জব্বারকে জাপটে ধরে গাড়িতে তোলেন।	
৩২	সংবাদ ১৮ নভেম্বর ২০০৪	**১.** এহসানুল বারী ওরফে বাবন (৩৩) **২.** আবদুর রহমান তুর্কি (৩৫) (দু'জনই বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডার), গাংকুলা, ঝিনাইদহ	১৫ নভেম্বর ২০০৪ সকাল, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা	১৬ নভেম্বর ২০০৪ কাচেরকোল, শৈলকূপা, ঝিনাইদহ (র‍্যাব ও পুলিশের 'ক্রসফায়ার')	*পুলিশের ভাষ্য:* শৈলকূপা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকার র‍্যাব-৪-এর সহযোগিতায় মিরপুর পাইকপাড়ায় অভিযান চালিয়ে বাবন ও তুর্কিকে গ্রেফতার করে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে যৌথ দলটি শৈলকূপায় আর একটি অভিযান শুরু করে। পুলিশকে লক্ষ্য করে বাবনের সহযোগীরা গুলি ছুঁড়লে পুলিশও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। 'ক্রসফায়ারে' বাবন ও তুর্কি নিহত হন।	

ক্রমিক নং	সূত্র	নাম, বয়স, পেশা ও ঠিকানা	গ্রেফতারের তারিখ, সময় ও স্থান	মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	বর্ণনা	এ বিষয়ে অন্যান্য পদক্ষেপ
৩৩	সংবাদ ১৮ নভেম্বর ২০০৪	জাফিরুল ইসলাম (৩৫)	(র‌্যাব ও পুলিশের 'ক্রসফায়ার')	১৪ নভেম্বর ২০০৪ ভোরবেলা, হরিশপুর বেলতলা, হরিণাকুণ্ডু, ঝিনাইদহ	*র‌্যাবের ভাষ্য:* গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব ও পুলিশ মুচিবাড়ি এলাকায় যৌথ অভিযান চালায়। র‌্যাব ও পুলিশ সদস্যদের ওপর গুলি চালায় 'সন্ত্রাসী'রা। 'ক্রসফায়ারে' জাফিরুল মারা যান।	
৩৪	ভোরের কাগজ, জনকণ্ঠ ২০ নভেম্বর ২০০৪	১. নাজির আলী (৫৫) ২. শামসুল ইসলাম (২৬) ৩. দেলোয়ার হোসেন (শেষোক্ত দু'জন প্রথমোক্ত নাজিরের ছেলে)		১৮ নভেম্বর ২০০৪ রাত, মধ্যগুটিয়া, টঙ্গী (র‌্যাব ও পুলিশের 'ক্রসফায়ার')	একই সাথে ৯টি বাড়িতে 'সন্ত্রাসী'দের লুটপাট ও সহিংস তাণ্ডবের প্রেক্ষিতে 'সন্ত্রাসী'দের গ্রেফতারের নামে অভিযান চালিয়ে পিতা-পুত্রসহ ৩জনকে গুলি করে হত্যা করে র‌্যাব-১। *র‌্যাবের ভাষ্য:* ডাকাত-সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য অভিযানকালে র‌্যাব সদস্যদেরকে গুলি করা হলে র‌্যাবও পাল্টা গুলি করে। এতে 'ক্রসফায়ারে' পড়ে ৩ জন নিহত হয়।	
৩৫	জনকণ্ঠ ২১ নভেম্বর ২০০৪	রুহুল আমিন (৩৫)	১৮ নভেম্বর ২০০৪ আমিনবাজার, সাভার, ঢাকা	১৯ নভেম্বর ২০০৪ রাত, কাউন্দিয়া, সাভার	*র‌্যাবের ভাষ্য:* আমিনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে নিয়ে কাউন্দিয়ায় অভিযান চালায় র‌্যাব। সেখানে আমিনের সহযোগীরা গুলি করলে উভয়পক্ষের গোলাগুলি হয়। রুহুল আমিন পালানোর চেষ্টা করলে 'ক্রসফায়ারে' নিহত হন। *স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ:* রুহুল আমিনকে জনসমক্ষে খুব কাছে থেকে গুলি করেছে র‌্যাব।	সাভার থানায় মামলা হয়েছে (সংবাদ, ২১/১১/০৪)।
৩৬	প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০০৪	১. আশরাফ জোয়ার্দার কর্নেল (৪০) (ব্যবসায়ী, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো'র পরিবেশক) ২. মাসুদুর রহমান (৩৫)	২০ নভেম্বর ২০০৪ রাত, চৌড়হাস, কুষ্টিয়া	২১ নভেম্বর ২০০৪ দহমুর, আলমপুর, সদর থানা, কুষ্টিয়া (র‌্যাব ও পুলিশের 'ক্রসফায়ার')	*র‌্যাবের ভাষ্য:* কর্নেল ও মাসুদুর চরমপন্থী দলের সঙ্গে ছিনতাইয়ের পরিকল্পনায় যোগসূত্রের কথা স্বীকার করলে র‌্যাব ও পুলিশ তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে যায়। 'সন্ত্রাসী'দের সাথে র‌্যাবের গুলিবিনিময় হয়। কর্নেল ও মাসুদুর পালাতে চেষ্টা করলে 'ক্রসফায়ারে' নিহত হন।	
৩৭	যুগান্তর ২৫ নভেম্বর ২০০৪	মোমিন উল্লাহ ডেভিড (যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক)		২৩ নভেম্বর ২০০৪ রাত ৮টা, মগবাজার, ঢাকা	*র‌্যাবের ভাষ্য:* লে. ক. গুলজারউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে র‌্যাব-৩-এর ২টি টিমের সদস্যরা কাঁচপুর থেকে ডেভিডের জিপ অনুসরণ করে মগবাজারে এসে তাকে চ্যালেঞ্জ করেন। ডেভিড তখন গাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। র‌্যাবের ওপর গুলি হলে র‌্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। 'ক্রসফায়ারে' ডেভিড মারা যান।	
৩৮	প্রথম আলো, সংবাদ ২৭ নভেম্বর ২০০৪	মিনিস্টার শাহ আলম (৪৫)		২৬ নভেম্বর ২০০৪ রাত, রূপসা ইউনিয়ন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	*র‌্যাবের ভাষ্য:* র‌্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে শাহ আলম গুলি ছোঁড়েন। র‌্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। 'ক্রসফায়ারে' শাহ আলম মারা যান (র‌্যাব দলের নেতৃত্বে ছিলেন র‌্যাব-৩ অধিনায়ক লে. ক. গুলজারউদ্দিন আহমেদ)।	
৩৯	প্রথম আলো ৩০ নভেম্বর ২০০৪	মহিম উদ্দিন (২৮) (ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয়ক উপ-সম্পাদক)	২৮ নভেম্বর ২০০৪ সন্ধ্যা, চট্টগ্রাম বিমান বন্দর	২৮ নভেম্বর ২০০৪ গভীর রাত, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	*র‌্যাবের ভাষ্য:* দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর দেশে ফেরার সাথে সাথে মহিমকে বিমানবন্দর থেকে পুলিশের সহায়তায় গ্রেফতার করে র‌্যাব। এরপর অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তাকে নিয়ে চন্দনাইশ গেলে মহিমের সহযোগীরা র‌্যাব সদস্যদের ওপর গুলি ছুঁড়লে র‌্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। 'ক্রসফায়ারে' মহিম মারা যান। **এ ঘটনায় আসক-এর বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন দেখুন ২৫ পৃষ্ঠায়।*	
৪০	প্রথম আলো ১ ডিসেম্বর ২০০৪	নজরুল ইসলাম সুইট (৪২) (আওয়ামী লীগ ক্যাডার)	২২ নভেম্বর ২০০৪ উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ	২৯ নভেম্বর ২০০৪ রাত সাড়ে ১২টা, ফতেহাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	*র‌্যাবের ভাষ্য:* সুইটকে সঙ্গে নিয়ে র‌্যাব ও পুলিশ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে যায়। 'সন্ত্রাসী'রা র‌্যাব সদস্যদের ওপর গুলি ছুঁড়লে র‌্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। 'ক্রসফায়ারে' সুইট মারা যান। *পরিবারের অভিযোগ:* 'ক্রসফায়ারে'র নাটক সাজিয়ে সুইটকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে র‌্যাব।	
৪১	প্রথম আলো ১ ডিসেম্বর ২০০৪	আমির আবদুল্লাহ ওরফে বুলেট (২৬) (কাঁচামাল ব্যবসায়ী, ছাত্রদলের ক্যাডার)		২৯ নভেম্বর ২০০৪, রাত শুকলাল দাস লেন, পুরান ঢাকা	র‌্যাব-৩-এর অভিযান চলাকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে বুলেটের মৃত্যু হয়।	
৪২	প্রথম আলো, জনকণ্ঠ ১ ডিসেম্বর ২০০৪	ইকবাল বাহার চৌধুরী ওরফে ইকবাইল্যা (৩৫)	৩০ নভেম্বর ২০০৪ রাত ৯টা, নাজু মিয়া লেন, চট্টগ্রাম	৩০ নভেম্বর ২০০৪ রাত, ফতেহাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	ইকবালকে নিয়ে র‌্যাব সদস্যরা অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে যান। পরে রাতে র‌্যাবের চট্টগ্রাম জোনের কমান্ডিং অফিসার জানান যে, ইকবাল নিহত হয়েছেন।	
৪৩	জনকণ্ঠ ৪ ডিসেম্বর ২০০৪	সজল নাথ (২৫) (বিএনপি ক্যাডার ওসমানের প্রধান সহযোগী)	৩ ডিসেম্বর ২০০৪ টিলাপাড়া, চট্টগ্রাম	৩ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত ৯টা, রাবার বাগান, দক্ষিণ রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম	*র‌্যাবের ভাষ্য:* বেআইনি অস্ত্র থাকার কথা স্বীকার করলে র‌্যাব সজলকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে যায়। তারপর আর একটি অভিযানে ওসমানের সন্ধানে রাবার বাগানে পৌঁছার পর শুরু হয় 'সন্ত্রাসী'দের সাথে র‌্যাবের গুলিবিনিময়। তখন সজল পালাতে গিয়ে 'ক্রসফায়ারে' মারা যান।	
৪৪	জনকণ্ঠ ৫ ডিসেম্বর ২০০৪	সোহরাব হোসেন (৩০) (ডাকাত)		৩ ডিসেম্বর ২০০৪ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	*র‌্যাবের ভাষ্য:* র‌্যাবের অভিযানকালে সোহরাব ও তার অন্যান্য সহযোগী পালানোর চেষ্টা করলে র‌্যাব সদস্যরা গুলি ছোঁড়েন। এতে সোহরাব গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।	
৪৫	ভোরের কাগজ ৭ ডিসেম্বর ২০০৪	কাওসার আহমেদ (২০)		৬ ডিসেম্বর ২০০৪ সকাল ১১টা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১৮ নভেম্বর রাতে গুটিয়া গ্রামে র‌্যাবের গুলিতে ৩ জন নিরীহ গ্রামবাসী মারা যান (পূর্ববর্ণিত ৩৪ নং ঘটনা)। তখন কাওসারও আহত হন। ১৬ দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর তার মৃত্যু হয়।	

ক্রমিক নং	সূত্র	নাম, বয়স, পেশা ও ঠিকানা	গ্রেফতারের তারিখ, সময় ও স্থান	মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	বর্ণনা	এ বিষয়ে অন্যান্য পদক্ষেপ
৪৬	বাংলাবাজার ৭ ডিসেম্বর ২০০৪	আবদুল হক (৩২) (মাদক ব্যবসায়ী) পিতা- শফিক উদ্দিন গ্রাম- খসির, বিয়ানীবাজার, সিলেট	২ ডিসেম্বর ২০০৪ বিয়ানীবাজার, সিলেট	৬ ডিসেম্বর ২০০৪ দুপুর সোয়া ১টা, ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট	*পুলিশের ভাষ্য:* গ্রেফতারের পর অন্য দুইজনের সাথে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর আবদুল হককে বিয়ানীবাজার থানায় হস্তান্তর করা হয়। পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। *ভাই নুরুল হকের দাবি:* তার ভাই কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না। খসির গ্রামেরই আবু বকর র‍্যাবকে ব্যবহার করে ৩ জনকে ধরিয়ে দেয়। ৩ জনকেই র‍্যাব বেধড়ক পিটিয়েছে।	
৪৭	ভোরের কাগজ, প্রথম আলো ৯ ডিসেম্বর ২০০৪	জাহাঙ্গীর আলম ভুঁইয়া দিপু (২৩/২৭) পিতা- মিজানুর রহমান ভুঁইয়া, গাবতলী কলোনি, জিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা	৭ ডিসেম্বর ২০০৪ বিকেল পৌনে ৪টা, ৫৭/২ হাজী এ রহমান লেন (বাঙালীপাড়া), জিগাতলা, ঢাকা	৮ ডিসেম্বর ২০০৪ ভোর ৪টা, বধ্যভূমি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* মেজর মোহাম্মদ কুরবান আলীর নেতৃত্বে র‍্যাব-২ দিপুকে গ্রেফতার করার পর মেজর বদরুল আহসানের নেতৃত্বে র‍্যাব-২-এর একটি ইউনিট দিপুকে নিয়ে মোহাম্মদপুরে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গিয়ে তাকে বধ্যভূমি সংলগ্ন খালি জায়গায় নিয়ে যায়। দিপুর সহযোগীরা র‍্যাবের ওপর গুলি ছোঁড়ে এবং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে 'ক্রসফায়ারে' পড়ে ঘটনাস্থলেই দিপু মারা যান। *পরিবারের অভিযোগ:* র‍্যাব তাকে পরিকল্পিতভাবে গুলি করে হত্যা করেছে। বাবা ও ভাই জানিয়েছেন– তার শরীরে ৮টি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে।	▪ র‍্যাব-২ কর্মকর্তা ফরমুজুল হক একটি মামলা দায়ের করেন (নং ১৭/১০৯৬, তাং ০৮/১২/০৪, অস্ত্র আইন) ▪ র‍্যাব-২ সেখান থেকে কিছু অস্ত্র উদ্ধার করেছে।
৪৮	ভোরের কাগজ ১০ ডিসেম্বর ২০০৪	আবু জাফর খান (৪০) (যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য)		৮ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	*র‍্যাবের ভাষ্য:* 'সন্ত্রাসী'দের আস্তানায় র‍্যাব-৩-এর অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের সময় জাফর নিহত হন। *স্ত্রীর অভিযোগ:* রাজনীতি করে বলে তার স্বামীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।	
৪৯	সংবাদ ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪	মোয়াজ্জেম হোসেন রিপন (৪০) (সর্বহারা পার্টির নেতা)	১২ ডিসেম্বর ২০০৪ দুপুর, সংসদ ভবন এলাকা, ঢাকা	১৩ ডিসেম্বর ২০০৪ ভোরবেলা, নারোত্তম, বানারীপাড়া, বরিশাল	*র‍্যাব ও পুলিশের ভাষ্য:* অস্ত্র উদ্ধারের জন্য রিপনকে নিয়ে বরিশালে যায় র‍্যাব ও পুলিশ। রিপনের দলের সদস্যরা জানতে পেরে রিপনকে ছিনিয়ে নিতে গুলি ছোঁড়ে। রিপন পালানোর চেষ্টা করলে র‍্যাব ও পুলিশ গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে রিপনের মৃত্যু হয়।	
৫০	সংবাদ ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪	রেজাউল তরফদার (৩২) (জনযুদ্ধের নেতা)		১৩ ডিসেম্বর ২০০৪ গভীর রাত, রনসেন, রামপাল, বাগেরহাট	*র‍্যাবের ভাষ্য:* রনসেন এলাকার একটি বাড়িতে রেজাউল ও তার সহযোগীদের অবস্থানের বিষয়ে গোপন খবরের ভিত্তিতে র‍্যাব-৬ অভিযান চালায়। র‍্যাবকে লক্ষ্য করে 'সন্ত্রাসী'রা গুলি ছুঁড়লে র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। 'ক্রসফায়ারে' রেজাউল মারা যান।	
৫১	প্রথম আলো ১৮ ডিসেম্বর ২০০৪	মোফাখখারুল ইসলাম চৌধুরী (৬৫) (র‍্যাবের অভিযোগ– চরমপন্থী দলের নেতা)	১৬ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত ৯টা, ৫৩ রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা	১৭ ডিসেম্বর ২০০৪ ভোরবেলা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* গ্রেফতারের পর মোফাখখারুলের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে নিয়ে কুষ্টিয়ায় অভিযানে যায় র‍্যাব-৩। সেখানে তাকে ছিনিয়ে নিতে তার সহযোগীরা র‍্যাবের উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়ে। র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছুঁড়লে 'ক্রসফায়ারে' পড়ে মোফাখখারুল মারা যান।	
৫২	প্রথম আলো ২৩ ডিসেম্বর ২০০৪	দীন মো. মোল্লা ওরফে খোকন মোল্লা (৫৮) [জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের নেতা, র‍্যাবের ভাষ্যে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ) নেতা]	২১ ডিসেম্বর ২০০৪ দৌলতপুর রেলগেট, খুলনা	২১ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত আড়াইটা, দাসের ভিটা, জাবুসা, রূপসা, খুলনা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* স্বীকারোক্তি অনুসারে মোল্লাকে নিয়ে র‍্যাব অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গেলে 'ক্রসফায়ারে' তার মৃত্যু হয়। *স্ত্রী তাহমিনার অভিযোগ:* খোকন মোল্লা সন্ত্রাসী ছিলেন না, রাজনীতি করতেন। তাকে ইচ্ছে করেই হত্যা করা হয়েছে।	
৫৩	প্রথম আলো ২৩ ডিসেম্বর ২০০৪	আলাউদ্দিন ওরফে আলাই (২৫) (আন্ডারগ্রাউন্ড দলের সদস্য বলে সন্দেহকৃত) মালপাড়া, আতাইকুলা, পাবনা	২১ ডিসেম্বর ২০০৪ সন্ধ্যা, বনগ্রাম, আতাইকুলা, পাবনা	২৩ ডিসেম্বর ২০০৪ ভোর ৫টা, গাঙ্গুহাটি, আতাইকুলা, পাবনা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* স্বীকারোক্তি অনুসারে র‍্যাব-৫ আলাইকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে গেলে তার সহযোগীরা তাকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য গুলি ছোঁড়ে। র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। পালানোর চেষ্টাকালে 'ক্রসফায়ারে' মারা যান আলাই।	
৫৪	সংবাদ ২৫ ডিসেম্বর ২০০৪	আমিনুল হক ওরফে আমিন্যা (৩০) (অভিযুক্ত ক্যাডার) রাউজান, চট্টগ্রাম	২২ ডিসেম্বর ২০০৪ মুগদাপাড়া, ঢাকা	২৩ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত আড়াইটা, আলীখিল মুসা সওদাগরের গামারী বাগান, ৯ নং ওয়ার্ড, রাউজান পৌরসভা, চট্টগ্রাম	*র‍্যাবের ভাষ্য:* স্বীকারোক্তি অনুসারে র‍্যাব আমিনুলকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে গেলে তার সহযোগীরা র‍্যাবের ওপর গুলি ছোঁড়ে। র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। 'ক্রসফায়ারে' আমিনুলের মৃত্যু হয়।	
৫৫	ভোরের কাগজ ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪	টিপু খান (২৮)	২৮ ডিসেম্বর ২০০৪ জামালপুর বাজার, পাবনা	২৮ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত, জামালপুর পাবনা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* স্বীকারোক্তি অনুসারে র‍্যাব-৫ টিপুকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে গেলে তার সহযোগীরা র‍্যাবের ওপর গুলি ছোঁড়ে। র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। 'ক্রসফায়ারে' টিপুর মৃত্যু হয়।	
৫৬	ইত্তেফাক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪	জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পেটকাটা বাকের (৩০)	২৯ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত ১১টা, পূর্ব জুরাইন, ঢাকা	৩০ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত সাড়ে ৯টা, ইকোরিয়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* স্বীকারোক্তি অনুসারে র‍্যাব বাকেরকে নিয়ে তার সহযোগী রানার কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে গেলে রানার সহযোগীদের সাথে র‍্যাবের গুলিবিনিময় হয়। 'ক্রসফায়ারে' বাকেরের মৃত্যু হয়।	
৫৭	ইত্তেফাক ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪	সন্তোষ কুমার বিশ্বাস ওরফে প্রভাকরণ (৪০) [পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) সদস্য]	২৯ ডিসেম্বর ২০০৪ বিকেল, নলামরা, নাড়াগাতি, নড়াইল	২৯ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত, শ্মশানপাড়া, মির্জাপুর, কালিয়া, নড়াইল	*র‍্যাবের ভাষ্য:* সন্তোষের গ্রেফতারের পর র‍্যাব জানতে পারে যে, কালিয়া থানার মির্জাপুর গ্রামের শ্মশানপাড়ায় পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা অস্ত্র নিয়ে বৈঠকে বসবে। র‍্যাব সেখানে অভিযান চালাতে গেলে দুইপক্ষের গুলিবিনিময় হয়। সন্তোষ পালাতে গিয়ে তারই লোকের গুলিতে মারা যান।	

ক্রমিক নং	সূত্র	নাম, বয়স, পেশা ও ঠিকানা	গ্রেফতারের তারিখ, সময় ও স্থান	মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	বর্ণনা	এ বিষয়ে অন্যান্য পদক্ষেপ
৫৮	প্রথম আলো ১ জানুয়ারি ২০০৫	১. আবদুল আজিজ (৫৩) [স্কুল শিক্ষক, চরমপন্থী দল পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি] কোনাবাড়িয়া, বাগমারা, রাজশাহী ২. আজগর আলী (৩৮) দুখনপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী	৩০ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত, কোনাবাড়িয়া, বাগমারা, রাজশাহী ৩০ ডিসেম্বর ২০০৪ দুখলপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী	৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ ভোর সাড়ে ৪টা, বড়বাড়িয়া, বাগমারা, রাজশাহী	*র‍্যাবের ভাষ্য:* র‍্যাব-৫-এর একটি দল আজিজকে আটক করে। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আজগর আলীকেও গ্রেফতার করা হয়। দুইজনের দেয়া তথ্য অনুসারে র‍্যাব অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গেলে আজিজ ও আজগর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। গুলিবিনিময় হলে 'ক্রসফায়ারে' ২ জনই মারা যান। *উভয় নিহতের পরিবারের অভিযোগ:* এটি ক্রসফায়ার ছিল না। স্থানীয় এক প্রভাবশালী পরিবারের প্ররোচনায় র‍্যাব পরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা করে।	
৫৯	প্রথম আলো ২ জানুয়ারি ২০০৫	নিয়ামত আলী (২৮) (পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য)	২৪ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত ১০টা, *চুয়াডাঙ্গা ডিলাক্স* বাস, আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল, চুয়াডাঙ্গা	২৪ ডিসেম্বর ২০০৪ রাত ২টা, ঈদগাহ মাঠের কাছে, ভোগাইল বগাদী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* নিয়ামতের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে র‍্যাব-৬ তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে গেলে সেখানে 'ক্রসফায়ারে' পড়ে তার মৃত্যু হয়।	
৬০	ইনকিলাব ২ জানুয়ারি ২০০৫	ইউসুফ (৩১) ('সন্ত্রাসী' হিসেবে অভিযুক্ত, একাধিক মামলার আসামি) পিতা- আবদুস সোবহান রাজানি চৌধুরী রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা	১ জানুয়ারি ২০০৫ সূত্রাপুর, ঢাকা	১ জানুয়ারি ২০০৫ বিকেল সাড়ে ৫টা, ঢাকা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* গ্রেফতারের পর র‍্যাব-৩ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের সময় বুকে ব্যথা অনুভব করলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে 'হার্ট এটাকে' ইউসুফের মৃত্যু হয়।	
৬১	প্রথম আলো ৪ জানুয়ারি ২০০৫	ওহিদুল ইসলাম (৩৮) (নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা) শরণখোলা, অভয়নগর, যশোর	১ জানুয়ারি ২০০৫ স্টেশন বাজার, নওয়াপাড়া, যশোর	২ জানুয়ারি ২০০৫ রাত দেড়টা, বুইকরা ইটভাটা, যশোর	*র‍্যাবের ভাষ্য:* স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ওহিদুলকে নিয়ে র‍্যাব অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গেলে 'ক্রসফায়ারে' মারা যান তিনি। *একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর অভিযোগ:* র‍্যাবের একটি দল তাকে ইটের ভাটার ভেতরে নিয়ে যায় এবং তখনই অন্য একটি র‍্যাব টিম মাইকে ঘোষণা করে যে, এক ব্যক্তিকে গুলি করে কেউ তার মৃতদেহ সেখানে ফেলে রেখে গেছে।	
৬২	সংবাদ ১০ জানুয়ারি ২০০৫	আমিন ওরফে খলিফা আমিন (৩৫) (যুবলীগ ক্যাডার; ফেনসিডিল, হেরোইন ও অস্ত্র ব্যবসায়ী)	৮ জানুয়ারি ২০০৫ রাত, নিজ বাড়ি, পুদুয়া, চট্টগ্রাম	৮ জানুয়ারি ২০০৫ রাত ৩টা, বাঁশখালিয়াপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	*র‍্যাবের ভাষ্য:* আমিনের স্বীকারোক্তি অনুসারে র‍্যাব-৬ তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গেলে 'সন্ত্রাসী' বাহিনী র‍্যাব সদস্যদের ওপর গুলি ছোঁড়ে। র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। তখন 'ক্রসফায়ারে' মারা যান আমিন।	
৬৩	সংবাদ ১০ জানুয়ারি ২০০৫	আবুল হাসান আপন (২৮) (জনযুদ্ধের আঞ্চলিক নেতা, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাবেক থানা সভাপতি) সদর থানা, বাগেরহাট	৮ জানুয়ারি ২০০৫ দুপুর, সদর থানার বিএনপি সভাপতি মোজাফ্‌ফর হোসেন আলমের বাড়ি	৯ জানুয়ারি ২০০৫ ওয়াপদা ভেড়িবাঁধ, সাতফুলিয়া, বাগেরহাট	*র‍্যাবের ভাষ্য:* আপনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে র‍্যাব-৬ পুলিশ সহকারে আপনকে নিয়ে যায় অস্ত্র উদ্ধারে। র‍্যাব ও সশস্ত্র বাহিনীর গুলিবিনিময় হলে 'ক্রসফায়ারে' পড়ে তার মৃত্যু হয়। *পরিবারের অভিযোগ:* নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন আপনকে হত্যা করেছে।	
৬৪	সংবাদ ১০ জানুয়ারি ২০০৫	রুবেল (৩০)	৭ জানুয়ারি ২০০৫ ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ	৮ জানুয়ারি ২০০৫ গালকুড়ি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	*র‍্যাবের ভাষ্য:* 'ক্রসফায়ারে' পড়ে রুবেলের মৃত্যু হয়েছে।	
৬৫	ইনকিলাব ১১ জানুয়ারি ২০০৫	আবদুল হাই কবীর (৪৮) বাগুটিয়া, বানিপুর, অভয়নগর, যশোর	৯ জানুয়ারি ২০০৫ দুপুর পৌনে ১২টা, বাগুটিয়া, অভয়নগর, যশোর	৯ জানুয়ারি ২০০৫ রাত ২টা, তাজ ইটভাটা, রামনগর, অভয়নগর, যশোর	*র‍্যাবের ভাষ্য:* র‍্যাব-৬ কবীরকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে গেলে সেখানে তার সহযোগী 'সন্ত্রাসী'রা সেখানে র‍্যাব সদস্যদের ওপর গুলি ছুঁড়ে তাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। র‍্যাবও গুলি চালায়। কবীর পালাতে চাইলে 'সন্ত্রাসী'দের গুলিতে আহত হয়ে পরে মারা যান। *তাজ ইটভাটার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিক জানান:* র‍্যাব সদস্যরা এক ব্যক্তিকে নিয়ে ভাটার পূর্ব পাশের জমিতে যান। এরপর সেদিক থেকে ৩-৪ রাউন্ড গুলির শব্দ এবং 'ধর ধর' চিৎকার শোনা যায়। একজন র‍্যাব সদস্য মোবাইল ফোনে কারও সাথে আলাপ করার কিছুক্ষণ পর একটি লরি এসে একটি মৃতদেহ তুলে নিয়ে যায়।	
৬৬	ইনকিলাব ১২ জানুয়ারি ২০০৫	মোসলেম ওরফে অমর (২৮)	জিগরিহাট, বাগাতিপাড়া, নাটোর	১০ জানুয়ারি ২০০৫ রাত সাড়ে ৩টা, পশ্চিম কালাইকড়ি, ইটালি, সিংড়া, নাটোর	*র‍্যাবের ভাষ্য:* র‍্যাব-৫-এর সদস্যদের কাছে অমর তার সহযোগীদের ধরিয়ে দেয়ার আশ্বাস দেন এবং সেই অনুযায়ী সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ করেন। তাদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে র‍্যাব অমরকে নিয়ে উদ্দিষ্ট স্থানে গেলে দুইপক্ষের গুলিবিনিময় হয়। 'ক্রসফায়ারে' অমরের মৃত্যু হয়।	
৬৭	ভোরের কাগজ ১৩ জানুয়ারি ২০০৫	বাবর আলী ওরফে পেট কাটা বাবর (২৮)	১১ জানুয়ারি ২০০৫ লালদীঘি, কোতোয়ালি থানা, চট্টগ্রাম	১২ জানুয়ারি ২০০৫ ভোর ৫টা, বনবিলাস আ/এ, চট্টগ্রাম	*র‍্যাবের ভাষ্য:* বাবরের স্বীকারোক্তি অনুসারে র‍্যাব তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে গেলে তার সহযোগী 'সন্ত্রাসী'রা র‍্যাব সদস্যদের ওপর গুলি ছোঁড়ে। র‍্যাবও পাল্টা গুলি চালায়। 'ক্রসফায়ারে' মারা যান বাবর।	এ ব্যাপারে র‍্যাব সদস্যরা দু'টি মামলা দায়ের করেছেন।

ক্রমিক নং	সূত্র	নাম, বয়স, পেশা ও ঠিকানা	গ্রেফতারের তারিখ, সময় ও স্থান	মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	বর্ণনা	এ বিষয়ে অন্যান্য পদক্ষেপ
৬৮	প্রথম আলো ১৪ জানুয়ারি ২০০৫	১. বিল্লাল হোসেন (৩৮) (চরমপন্থী সংগঠন গণমুক্তি ফৌজের আঞ্চলিক নেতা) ২. মাহমুদুল হক দিলু (৩০) (ঠিকাদার)	১২ জানুয়ারি ২০০৫ মতিঝিল, ঢাকা	১৩ জানুয়ারি ২০০৫ ভোরবেলা, স্বস্তিপুর, আলমপুর, সদর থানা, কুষ্টিয়া	*র‍্যাবের ভাষ্য:* র‍্যাব-৬ কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন মুনির জানান, বিল্লালকে নিয়ে র‍্যাব অস্ত্র উদ্ধারে গেলে সেখানে 'ক্রসফায়ারে' বিল্লাল ও দিলুর মৃত্যু হয়।	
৬৯	দিনকাল ১৫ জানুয়ারি ২০০৫	আজমত আলী (৩২) (পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা)	১৩ জানুয়ারি ২০০৫ হিদাসকোল আটঘরিয়া, পাবনা	১৩ জানুয়ারি ২০০৫ রাত ৮টা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* র‍্যাব-৫ সদস্যরা আজমতের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গেলে সেখানে 'ক্রসফায়ারে' তিনি মারা যান।	
৭০	প্রথম আলো, দিনকাল ১৮ জানুয়ারি ২০০৫	১. দেলোয়ার হোসেন দুলাল ওরফে দয়াল (৩৮) (চরমপন্থী সংগঠন গণমুক্তি ফৌজের কমান্ডার) ২. সিরাজুল ইসলাম ওরফে ইলু (৩০) (জাসদ গণবাহিনীর সামরিক কমান্ডার, র‍্যাবের ভাষ্যে 'ডাকাত সর্দার') পিতা- রুস্তম আলী বামনপাড়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া	১৫ জানুয়ারি ২০০৫ ১. রাতুলপাড়া, কুষ্টিয়া সদর ২. ব্লাকপাড়া, ঈশ্বরদী, কুষ্টিয়া	১৬ জানুয়ারি ২০০৫ ভোর ৪টা, নওদা খেমিরদিয়ার বাঁকাপুলের পাশে, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া (র‍্যাব ও পুলিশের 'ক্রসফায়ার')	*র‍্যাবের ভাষ্য:* অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকালে পালাতে গিয়ে 'ক্রসফায়ারে' পড়ে দয়াল ও ইলু মারা যান।	
৭১	সংবাদ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	ফিরোজ আলম পিন্টু (৪০) (জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের নেতা) আলমগঞ্জ, সূত্রাপুর, ঢাকা		১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ রাত ১০টা, আলমগঞ্জ	*র‍্যাবের ভাষ্য:* আলমগঞ্জে পিন্টুর বাসায় র‍্যাব অভিযান চালালে র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে 'সন্ত্রাসী'রা গুলি ছোঁড়ে। র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে এবং 'ক্রসফায়ারে' পিন্টুর মৃত্যু হয়।	
৭২	ভোরের কাগজ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	ফয়েজ মুন্না (২৫)	১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ শাপলা চত্বর, মতিঝিল, ঢাকা	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ভোর পৌনে ৫টা, দক্ষিণ মিরেরখিল, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	*র‍্যাবের ভাষ্য:* মুন্নার দেয়া তথ্য মোতাবেক র‍্যাব-৭ তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গেলে সেখানে 'ক্রসফায়ারে' তিনি মারা যান।	এ ব্যাপারে দু'টি মামলা দায়ের হয়েছে।
৭৩	প্রথম আলো, ভোরের কাগজ ৩ মার্চ ২০০৫	মো. নাসির ওরফে গিট্টু নাসির (৩৫) (দিনমজুরের কাজ করতো, শিবির ক্যাডার এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি)	১ মার্চ ২০০৫ ভোরবেলা, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা	২ মার্চ ২০০৫, ভোরবেলা, চারিয়া হাবিলদার পাড়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	*র‍্যাবের ভাষ্য:* স্বীকারোক্তি অনুযায়ী নাসিরকে নিয়ে র‍্যাব অস্ত্র উদ্ধারে গেলে সেখানে 'ক্রসফায়ারে' তার মৃত্যু হয়।	
৭৪	প্রথম আলো, ভোরের কাগজ ৭ মার্চ ২০০৫	দেলোয়ার হোসেন (২৮) (তেল ব্যবসায়ী ফজলে মিয়ার দোকানের ম্যানেজার) পিতা- মজিবর রহমান জনৈপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ	২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বেলা সাড়ে ১১টা, টোলপ্লাজা, মেঘনা সেতু, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ	৬ মার্চ ২০০৫ সকাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	*পুলিশ ও এলাকাবাসীর সূত্র:* ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে পরিবহন চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে র‍্যাব দেলোয়ারকে গ্রেফতার করে। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে র‍্যাব সদস্যরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ১৪ দিন পর মারা যান দেলোয়ার। *পিতার অভিযোগ:* র‍্যাব সদস্যরা তার ছেলের ওপর নির্যাতন চালিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আহত করেছেন। *হাসপাতাল সূত্র:* দেলোয়ারের ডান হাত ও পা ভাঙা এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল।	
৭৫	ভোরের কাগজ ১২ মার্চ ২০০৫	সৈয়দ মনির হোসেন ওরফে চিকনা মনির (৩৫) (মাছ ব্যবসায়ী) বাসা ৪১, রোড ১১, সেক্টর ১৩, উত্তরা, ঢাকা	১০ মার্চ ২০০৫ বিকেল, নিজ বাসা, উত্তরা, ঢাকা	১০ মার্চ ২০০৫ রাত পৌনে ৪টা, চণ্ডালভোগ, হরিরামপুর, উত্তরা, ঢাকা	*র‍্যাবের ভাষ্য:* মনিরের দেয়া তথ্য অনুসারে র‍্যাব-১ সদস্যরা তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য মহাখালী সাততলা বস্তি, গাজীপুর চৌরাস্তাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালান। উত্তরা থানাধীন এলাকায় অভিযান চলাকালে 'ক্রসফায়ারে' মনিরের মৃত্যু হয়। *স্ত্রীর অভিযোগ:* র‍্যাব সদস্যরা তাদের বাসা থেকে দেড় লক্ষ টাকা, ৪টি মোবাইল ফোন ও ১টি ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছেন (গাজীপুরে তার স্বামীর মাছের খামার ছিল)।	
৭৬	প্রথম আলো ২৯ এপ্রিল ২০০৫	রয়েল (২৬) (মাদক ব্যবসায়ী) পিতা- মোর্তজা আলী রামচন্দ্রপুর, যশোর	২৭ এপ্রিল ২০০৫ রাত ২টা, পৈতৃক বাড়ি	২৭ এপ্রিল ২০০৫ গভীর রাত, শ্মশানঘাট, নারায়ণপুর, যশোর	*পুলিশের ভাষ্য:* মেজর সাখাওয়াতের নেতৃত্বে র‍্যাব সদস্যরা রয়েলকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে রয়েলের সহযোগীরা র‍্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। র‍্যাবও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। দুইপক্ষের গুলিবিনিময়কালে সহযোগীদের গুলিতে রয়েল আহত হন। পরে বুরুজবাগান স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ জানান, র‍্যাবের সঙ্গে 'এনকাউন্টারে' রয়েলের মৃত্যু হয়েছে।	